



136774 - যবে ব্যক্তি পরীক্ষাতে নকল করেছে এবং আল্লাহ তার দোষ গোপন রেখেছেন; তার উপর কি নজিরে দোষ প্রকাশ করা অনবিদ্য?

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তি পরীক্ষাতে নকল করেছে এবং আল্লাহ তার দোষ গোপন রেখেছেন; তার উপর কি নজিরে দোষ প্রকাশ করা অনবিদ্য? প্রশ্ন হলো: কয়েক দিন আগে আমাদের একজন শিক্ষক এসেছেন। তিনি ক্লাস শেষ করার পর এবং আমরা তার কাছে পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা দয়ার পর; যারা পরীক্ষাতে নকল করেছে কিংবা কোন ছাত্রীকে নকল করতে সহযোগিতা করেছে তাদের জন্য বদদোয়া করা শুরু করলেন এভাবে: আল্লাহ যেন সে সব ছাত্রীর মুখশে উন্মোচন করে দেন, তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পথ বুদ্ধ করে দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেও আল্লাহ যেন তাদের সময়ে বরকত দান না করেন। এভাবে তিনি ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু আছে সেগুলো নিয়ে বদদোয়া করতে থাকলেন। তিনি আরও বললেন: কয়ামতের দিন তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ফাযলিতুশ শাইখ! ‘আমি নকল না-করা’ এটা কি আমার উপর এই শিক্ষকের প্রাপ্য অধিকার? উল্লেখ্য, আমি শেষে বর্ষে পড়ছি। ইতিপূর্বে আমি স্বচ্ছায় বিশেষতঃ এই সাবজেক্টে নকল করিনি। শুধু একবার এক ছাত্রীর কাছ থেকে উত্তরটি শুনছিলাম। যবে ছাত্রীর সাথে আমার ক্লাসে সহপাঠিনীর সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। তার কাছ থেকে আমি জবাবটি শুনলে লিখছিলাম। আমি জানি যবে, নকল করা হারাম। এখন আমার উপর কি স্বীকার করা আবশ্যিক? যদি আল্লাহ আমাকে আচ্ছাদিত রাখেন; আমি কি নজিরে নজিরে মুখশে উন্মোচন করব? উল্লেখ্য, আমি আসলেই ভীতসন্ত্রস্ত। আমার চূড়ান্ত আশা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পরীক্ষাতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নকল করা হারাম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি জালিয়াত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়” [সহিহ মুসলিম (১০১)]

যবে ব্যক্তি এমন কিছু করে ফলেছে তার উপর আবশ্যিক আল্লাহর কাছে তাওবা করা। নজিকে উন্মোচন করা তার উপর আবশ্যিক নয়। বরঞ্চ আল্লাহর আচ্ছাদনে নজিকে আচ্ছাদিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। সে নজিরে গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হবে এবং এমন গুনাহ পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করবে। ইমাম মুসলিম সহিহ গ্রন্থে (২৫৯০) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ যবে ব্যক্তির গুনাহ দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছেন; তিনি তার গুনাহ কয়ামতের দিনও ঢেকে রাখবেন।”

এটি তাওবাকারীর জন্য সুসুংবাদ য়ে, যার দোষ আল্লাহ্ দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছেন আখিরাততেও তিনি তার দোষ ঢেকে রাখবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মরমটকি আরও তাগদি করতে গিয়ে বলেন যা ইমাম আহমাদ মুসনাদ গ্রন্থে (২৩৯৬৮) আয়শি (রাঃ) থেকে সংকলন করেছেন য়ে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তিনিটি বিষয়ে আমি হলফ করতে পারি। ইসলামে যার একটি হলেও শয়োর রয়েছে আল্লাহ্ তাকে ঐ ব্যক্তির মত বিবেচনা করবেন না ইসলামে যার কোন শয়োর নাই। ইসলামের শয়োর তিনিটি: নামায, রোযা ও যাকাত। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতে য়ে বান্দার অভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন; এমনটি হবে না য়ে, কয়ামতের দনি তিনি তাকে অন্য কারো অভাবকত্ব ছেড়ে দবিনে। যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে আল্লাহ্ তাকে তাদের সাথে রাখবেন। আর চতুর্থটির উপর আমি যদি হলফ করি আশা করি আমি গুনাহগার হব না। সটেই হলো: যদি আল্লাহ্ দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ ঢেকে রাখেন তাহলে কয়ামতের দনিও তিনি তার দোষ ঢেকে রাখবেন।” [আলবানী ‘আস-সলিসলিতুস সাহিহা’ গ্রন্থে (১৩৮৭) হাদিসটকি সহহি বলেছেন]

বরঞ্চ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মতরুটি ঢেকে রাখার নরিদশে দয়িছেন। তিনি বলেন: “তোমরা এসব নোংরা কাজ থেকে বঁচে থাক; য়েগুলো থেকে আল্লাহ্ নষিধে করেছেন। কটে যদি কোনটি করে ফলে তাহলে সে য়ে আল্লাহ্ আচ্ছাদন দয়ি নজিকে ঢেকে রাখে।” [সুনানে বাইহাক্বী, আলবানী ‘আস-সলিসলিতুস সাহিহা’ গ্রন্থে (৬৬৩) হাদিসটকি সহহি বলেছেন]

পূর্ববোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতি:

যে ব্যক্তি পরীকষাতে নকল করেছে তার উচতি এর থেকে তাওবা করা, পুনরায় এটি না করা এবং নজিরে দোষ ঢেকে রাখা।

আর আপন যদি আপনার সহপাঠনিকে জিজ্ঞাসে না করে থাকেন; বরঞ্চ তার কাছে জিজ্ঞাসে করা ছাড়া এমনতি শুনতে থাকেন তাহলে এটি নকল (জালিয়াতি) হিসেবে গণ্য হবে না। ইনশাআল্লাহ্, আপন আপনার সহপাঠনিকে জিজ্ঞাসে করা বা ইশারা-ইঙ্গতি চাওয়া ব্যতিত তার কাছে শুনতে যা লখিছেন এর জন্য আপনার কোন গুনাহ হবে না।

নকলকারীর জন্য শক্ষিকার বদদোয়া করা; য়েভাবে প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়ছে; আমাদরে কাছে মনে হচ্ছে: এতে সীমালঙ্ঘন ঘটছে। য়েহেতু নকল করা (জালিয়াতি করা) এটি শক্ষিকার অধিকার নয় এবং ব্যক্তি শক্ষিকার সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়। বরঞ্চ এটি আল্লাহ্ অধিকার। এ কারণে শক্ষিকা ক্ষমা করা বা না-করার সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়। যদি শক্ষিকা কবেল নকল কারনীর পরচিয় তার সামনে উন্মোচন করার দোয়ায় সীমাবদ্ধ থাকতেন তাহলে য়তএ এর কোন যুক্তকিতা থাকত। কনিতু তিনি বদদোয়া করতে গিয়ে উচতিরে চয়ে বশো সীমালঙ্ঘন করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি ছাত্রীদরেকে ভয় দখোতে চয়েছেন এবং নকল থেকে নবিত করতে চয়েছেন।

আল্লাহ্ আমাদরেকে, সেই শক্ষিকাকে ও সকল মুসলমিকে ক্ষমা করে দনি।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।